গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-২ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২২ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	০৯/০২/২০২২ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ০৯.৩০ ঘটিকা
স্থান	Zoom Application Platform.
উপস্থিতি	সভায় অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ ও কার্যক্রম বিভাগ, এনইসি-একনেক অনুবিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও অর্থ, কারা, উন্নয়ন, মাদক, অগ্নি, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১), প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র), উপসচিব (পরিকল্পনা-২), সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও সকল প্রকল্প পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালানার জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) অনুরোধ করেন।

০২। সভায় গত ০৯ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর, ২০২১ মাসের এডিপি সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১২৫৪.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে যার পুরোটাই জিওবি খাতে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৬১১.৫৬ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা বরাদ্দের ৪৮.৭৫% এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১০৩.৪৯ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮.২৪% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ১৬.৯২%। সভাপতি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং বরাদ্দকৃত এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। এ পর্যায়ে সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি'তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪২৫.৬১ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ২৩৪.১৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫৫.০২%। প্রকল্পের অনুকূলে এ সময়কালে ব্যয় হয়েছে মোট ৫৩.৫১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১২.৫৭% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ২২.৮৪%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১০.০১ কোটি টাকা এবং কোন ব্যয় হয়নি। কারা অধিদপ্তরের ৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪৮৬.৮২ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ১৪৪.৮৭ কোটি টাকা যা,

বরাদ্দের ২৯.৭৫%। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ৪০.৬২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮.৩৪% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ২৮.০৩%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৩২.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ২৩২.৫০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭০.০৩%। প্রকল্প দুটির অনুকূলে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯.৩৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ২.৮১% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৪.০২%।

০৫। **বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:**

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রকল্প:

৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভায় জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ০১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ কিছুটা পিছিয়ে আছে। রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল এর স্থাপনাসমূহে ৯০% এবং চট্টগ্রামের ৮৫% ভৌত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প হতে ২৯ প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছিল এবং পর্যাপ্ত রেসপন্স পাওয়া গেছে। এগুলো মুল্যায়ণ সম্পন্ন হয়েছে ও আগামী ১০-১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া যাবে। টেন্ডার ডকুমেন্টে মালামাল সরবরাহের জন্য ১২০ দিন বলা হলেও মার্চ ২০২২ এর মধ্যে উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যায়ে গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সভাকে বলেন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করা যাবে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত করতে হবে এবং এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পিপিআর অনুযায়ী মানসম্মত মালামাল সংগ্রহ করে প্রকল্প মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

(ঘ) উপকরণ সংগ্রহের জন্য পিএসআই থাকলে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এর মধ্যে প্রস্তাবনা প্রেরণ করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
১.	মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	গত ০২/১১/২০২১ তারিখের যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে বুয়েটের শিক্ষকবৃন্দ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সর্বশেষ প্রযুক্তি নির্ভর উপকরণ এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে মর্মে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান।
২.	ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিকীকরণ (০১/০১/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৯/১১/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেকের জন্য এটি অপেক্ষমান রয়েছে।
৩.	মাদকাসক্ত শনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (প্রথম পর্যায়) (০১/০১/২০২১ থেকে ২৪/০৬/২০২৪)	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান যে, গত ০৮/০৭/২০২১ তারিখে প্রকল্পের পিইসি সভা হয়েছে। পুনরায় ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা করা হবে। মহাপরিচালক কমিশনের সঙ্গে নিয়মিত রক্ষা করবেন মর্মে জানান।
৪.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি)(০১/০৭/২০২০ থেকে ০১/০৬/২০২৩)	শহরের বাইরে জমি নির্বাচন চুড়ান্ত করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ সংশোধন করতে হবে।

৫.	"০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (০১/০১/২০২১ থেকে ০১/০৬/২০২৩)	০৮/০৭/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯টি পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী লেআউটসহ প্রস্তাব প্রদানের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমুহঃ

বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৩১২.০০ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ বুকলেট আমদানী এবং সিডি ভ্যাট-এর ডিফার্ড পেমেন্টের জন্য RADP-তে অতিরিক্ত ৪৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নমালার (Questionnaire) মাধ্যমে মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মধ্যবর্তী মূল্যায়নের পর ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে । প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য Veridos GmbH-এর কারিগরি জনবল স্থানান্তর বিষয় উল্লেখ করেন। এছাড়া অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ রেডিবুক ক্রয়ের নিমিত্ত গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে। সফটওয়্যার মেইনটেন্সের ব্যাপারে Veridos GmbH এর সাথে আলোচনা হয়েছে এবং বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সমাধান করা হবে। সভাপতি, কারিগরি জনবল স্থানান্তরের বিষয়ে মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং আইসিটি ডিভিশনের সাথে পরামর্শ করে পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। ডিপিপি সংশোধন জরুরি বিধায় timeline অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ফরেন মিশন রোল আউট বিষয়ে তিনি আরো বলেন যে, তারা ৪টি সরকারী আদেশ হাতে পেয়েছেন, সেই মত সকলের সঙ্গে সমন্বয়পুর্বক রোল আউটের কাজ করছেন। এক্ষেত্রে, ত্রিপলী, লিবিয়াতে উপকরণ প্রেরণ ও প্রতিনিধিদের নিরাপত্তার বিষয়টি উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনা করে ত্রিপলী, লিবিয়াতে প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত:

(ক) চাহিদা অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট সরবরাহ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ রেডিবুক সংগ্রহের পিপিআর অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) আগামী মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে ডিপিপি সংশোধনী প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) ই-পাসপোর্টের মালামাল সংক্রান্ত স্টক টেকিং এর সমস্যাবলি দ্রুত সমাধান করতে হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের ৪টি পিএসসি ও ৪টি পিআইসি সভা করতে হবে।

(চ) ই-গেইট কার্যক্রম চালু করার প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;,

(ছ) অতিরিক্ত সচিব(বহিঃ), এডিশনাল আই জি(এস বি), প্রকল্প পরিচালক এবং মহাপরিচালক (পাসপোর্ট) এর প্রতিনিধি একত্রে সরেজমিনে পরিদরশন করে হযরত শাহজালাল আন্তজাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৭.০০ কোটি টাকা। তবে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ১২,৮৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন একনেক হতে অনুমোদিত হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ব্যতিত প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত আঞ্চলিক

পাসপোর্ট অফিসসমূহের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশোধনের সরকারি আদেশ পাওয়ার পর কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। তিনি আরো জানান, গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের রোডম্যাপ পাওয়া গিয়েছে এবং ঠিকাদারকে দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রতিটি কাজের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা আরডিপিপিতে পৃথকভাবে সংযুক্ত করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের অবশিষ্ট অফিস নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে, তবে সরকারি আদেশ প্রাপ্তির পূর্বে কার্যাদেশ দেওয়া যাবে না;

(গ) গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ কাজ আগামী ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত/বরাদ্দপ্রাপ্ত জমি প্রকল্প পরিচালক ও ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে;

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
১.	Implemention of e-Visa Bangladesh (০১.০৭.২০২১ থেকে ৩০.০৬.২০২৬)(উচ্চ অগ্রাধিকার)	ই-ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য G2G ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির সভা কোভিড-১৯ এর কারণে হয়নি। তবে অতিশীঘ্রই সভা আহবান করা হবে।
২.	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের এর জন্য আধুনিক প্রশিক্ষন নির্মাণ (০১.১২.২০২১ থেকে ৩০.০৬.২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর জানান, ঢাকার কেরানিগঞ্জে একটি ভালো জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি গণপূর্ত বিভাগ আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রকল্পসমূহঃ

দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, এ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের ০৭টি স্টেশন চালু হয়েছে এবং ১৬টি স্টেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাবিত। তবে এর মধ্যে ০৫টির কাজ এখনও শেষ হয়নি , যার মধ্যে ০২টির শেড নির্মাণ কাজে প্রায় এক-দেড় মাস সময় লাগবে। সভাপতি কাজের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত ও মানসম্মতভাবে কাজ আগামী ২০-২৫ দিনের মধ্যে শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেনে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের ৪ টি করে পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাবিত ১৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে ও মানসম্মত নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালক সেটি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(ঘ) বাদ পড়া স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াগুলো ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে ও পরবর্তী সভায় অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনা

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, এ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, প্রকল্পের অধীনে ১৪৩টি ফায়ার স্টেশনের মধ্যে ১২৯টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ১০১টি চালু হয়েছে, ২২টি চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ২৪টি স্টেশন উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এর যাবতীয় কর্মকান্ড সমাপ্ত হয়েছে। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে তিনি বলেন যে, গণপূর্ত এর প্রায় সকল কাজ কর্মপরিকল্পনা থেকে ২/৩ মাস করে পিছিয়ে আছে। প্রকল্পের অধীনে ০১টি স্টেশনের নির্মাণকাজ অনেক পিছিয়ে আছে। সেটি সহ নির্মাণাধীন স্টেশনসমূহের কাজ নিবিড় তদারকি করাসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না বিবেচনায় নিয়ে মার্চ ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) উদ্বোধনের জন্য উল্লিখিত সকল স্টেশনের নির্মাণ কাজ/ত্রুটি বিচ্যুতি নিরসন করতে হবে এবং কোন সমস্যা থাকলেও তা দূরীভূত করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের ৪টি করে পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) স্টেশনসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও মানসম্মতভাবে নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঘ) বাদ পড়া স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াগুলো ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে ও পরবর্তী সভায় অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্ত হবে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের ৯টি সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। এর মধ্যে ০৪টি কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে ও ০৫টির জন্য টেন্ডার জমা পড়েছে, তবে মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। মহাপরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক (প্রশাসন) সভাকে বলেন, কমিটির সদস্য দেশের বাইরে রয়েছে তাই একটু দেরি হচ্ছে, তবে ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) বলেন যে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণের কম্পোনেন্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার । প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে সভাকে জানান যে, প্রকল্পে ৩০ জন ডুবুরীকে ০২ ভাগে বিভক্ত করে সিঙ্গাপুর/ইউকে তে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ০৫ জন করে কর্মকর্তার ০৭ দিন করে প্রশিক্ষণ পর্যালোচনার জন্য গমনের জন্য সংস্থান রয়েছে। কোভিড-১৯ এর কোয়ারেন্টারিন ও লক ডাউনের জন্য তারা এই প্রস্তাব দিতে পারেনি। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, ইউকেতে কোভিড-১৯ এর কোন কোয়ারেন্টাইন নেই এবং এ বিষয়টি ভালোমতো জেনে নিতে বলেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রশিক্ষণের বিষয়ে গত অক্টোবর/নভেম্বরে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা না নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পের অধীনে উপকরণ সংগ্রহের জন্য একটি পিএসআই বাকি রয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, মালেশিয়ায় কোভিড-১৯ এর কারণে লকডাউন থাকায় তারা কিভাবে এটি সম্পন্ন করবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। এ বিষয়ে প্রকল্প/অধিদপ্তর হতে সময়মতো পদক্ষেপ না নেয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং প্রয়োজনে কোয়ারেন্টাইন শিথিলকরণের বিষয়ে সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য উপকরণ পিপিআর অনুযায়ী মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে এবং

অধিদপ্তর হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণপুর্বক ফেব্রুয়ারি ১৫ তারিখের মধ্যে এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) ডুবুরীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত/প্রস্তাব ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।
(ঘ) প্রকল্প যথাসময়ে উপকরণ সংগ্রহ না করার জন্য জটিলতা হলে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে;

১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন) সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ২টি স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ৭টি স্টেশনের কাজ জুন/২০২১ এর মধ্যে শেষ হবে। রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা এবং কালুরঘাট, চট্টগ্রামে মডার্ণ ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে ও চলতি মাসের মধ্যে কাজ শুরু করা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
(খ) এই প্রকল্পের আওতায় ০৩টি স্টেশন নির্মাণের জন্য এপিএতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক এই লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন;
(গ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের স্থানসমূহ পরিদর্শন করবেন ও মানসম্মতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করবেন;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটির মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ছিল, যা ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো কাজ ৯০% সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এর মধ্যে মূল অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হবে। যন্ত্রপাতি মে/জুন ২০২২ এর মধ্যে স্থাপন করা হবে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পর সফটওয়্যার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের পূর্বে মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করতে হবে;
(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট হালনাগাদ করে অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। প্রকল্পে মেয়াদ সংশোধন করতে হবে।
২.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) (০১/০৭/ ২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২৩)	গত ১৫/১১/২০২১ তারিখ পিইসি সভা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেকের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
৪.	৩১টি স্থানে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	নতুন প্রকল্প হিসাবে সবুজ পাতায় ও অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটির ২৫১.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। চার মাস আগে প্রকল্পটির পিইসি সভা হয়েছে। সভায় কতিপয় সংশোধনের বিষয় ছিল যা পরিকল্পনা কমিশনে গিয়ে সমাধান করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদন না হওয়ায় আরডিপিপিতে যে সকল অংগের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সে সকল অংগের দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে। RADP চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হবে মর্মে জানানো হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত অংগসমুহের দরপত্র আহবান ও প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তবে, আরডিপিপি অনুমোদনের আগে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন যে, পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুর্নগঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভার পর তা অনুমোদনের জন্য একনেকে যাবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পে কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) RADP অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে দ্রুত RADP অনুমোদনের উদ্যোগ নিতে হবে।

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রায় সকল পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষের দিকে। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১২/০১/২০২২ তারিখে পিইসি সভার পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে জবাব তৈরী করে পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপি পাঠানো হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পে কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) RADP অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে দ্রুত RADP অনুমোদনের উদ্যোগ নিতে হবে।

কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকল্প সমাপ্ত হবে না বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, একমাত্র উপকরণ জ্যামার ক্রয়ের টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে। স্পেশিফিকেশন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হলো এখন পর্যন্ত তারা বসতে পারেনি। দীর্ঘদিন এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে দ্রুততার সঙ্গে তা সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের সকল উপকরণের স্টক রেজিষ্টার ও সেগুলোর বর্তমান অবস্থার একটি প্রতিবেদন চলতি মাসের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে স্পেশিফিকেশন চূড়ান্ত করে টেন্ডার আহবান করতে হবে। যথাসময়ে উপকরণ সংগ্রহ করা না গেলে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তিনটি জোন অর্থাৎ এ, বি ও সি জোনের মধ্যে জোন বি এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিনি জানান, সি জোনের দরপত্রের কার্যাদেশ শীঘ্রই দেওয়া হবে এবং এ জোনের মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ জোনের cost বেড়ে যাওয়ায় পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদন নেওয়া প্রয়োজন। সেনাবাহিনীর প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। আরডিপিপি প্রণয়নের কাজ মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পটি স্পর্শকাতর এবং অন্য সকল প্রকল্প থেকে ভিন্নতর। এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে গুরুত্বসহকারে সময়মত প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) অধিদপ্তর পর্যায়ে ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে 'এ' জোনের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় প্রয়োজনে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ হবে।

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা। প্রকল্পটির একটি প্যাকেজের আওতায় নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা পিডব্লিউডি এবং কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, ১৩টি প্যাকেজের মধ্যে ৯টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অস্থায়ী স্থাপনা করে কারাবন্দিদের স্থানান্তর করে বাকী কাজ করা যাবে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আইএমইডি- এর মতামত পাওয়া গেলে প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যাবে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের প্রতিটি অংগের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে মর্মে নির্দেশনা পরদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রতিটি অংগের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের গ্যান্ট চাট করা আছে। এ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। তিনি জানান, এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন। সভাপতি উন্নয়ন অনুবিভাগকে বিষয়টি দেখে প্রস্তাব দেবার জন্য বলেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালক পরবর্তী সভায় তা উপস্থাপন করবেন;

(খ) পূর্ত কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করে ক্রয় পরিকল্পনা করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

জামালপুর জেলা কারাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ০৭টি পূর্ত কাজ। পূর্ত কাজের ২টি প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-২ এর কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্যাকেজ-১ এর মূল্যায়নের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয় রয়েছে এবং প্যাকেজ-৩ থেকে ৭ পর্যন্ত টেকনিক্যাল অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত সার্কেল অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) দ্রুততার সঙ্গে প্যাকেজগুলোর টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) পূর্ত কাজের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

কারা অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	**সর্বশেষ অগ্রগতি**
১.	রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	প্রকল্পটির মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। দ্রুততার সঙ্গে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
২.	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে। মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত হলে সে মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩.	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। দ্রুততার সঙ্গে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৪.	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৩) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে সংশোধিত মাস্টারপ্ল্যান পিইসি সভা ও মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণের আলোকে গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।
৫.	এ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প। (০১/০৩/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২২) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	কারা অধিদপ্তর হতে পুর্নগঠিত ডিপিপি গত ০১/০২/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে এ বিভাগে কাজ চলছে।
৬.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৩) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	গত ০৮/০৮/২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের যাচাই বাছাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারা অধিদপ্তরের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) প্রকল্প প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০৭.২১.৪১

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪২৮
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮) সচিব, সচিবের দপ্তর , পরিকল্পনা বিভাগ
৯) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
১১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১২) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৫) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৬) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৭) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
১৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২০) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
২১) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
২২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২৩) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
২৪) যুগ্মসচিব, পরি-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৬) সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৭) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব